40

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৮

দূরদেশের ছাত্র রাজনীতি

সন্ত্রাস হানাহানি নেই যেখানে

আমাদের সীমান্ত রেখা থেকে মাত্র অর্ধ শতাধিক কিলোমিটার অদূরের একদেশ। সে দেশে আমাদের দেশের মতই ছাত্ররা রাজনীতি সচেতন। রাজপথ মিছিল-শ্লোগানে উচ্চকিত হয়। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির ব্যাপ্তি। তবে সে রাজনীতিতে সন্ত্রাসের কালো ছায়া নেই। নেই হানাহানি-সংঘাত-সংঘর্ষ-বিবাদ-বিসম্বাদ। ছাত্র রাজনীতি যেন দেশটির মতই সৌন্দর্যমন্ডিত। দেশটির নাম নেপাল। হিমালয় কন্যা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩শ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এই অনুপম দেশে তিনটি ছাত্র সংগঠন ক্রীয়াশীল থাকলেও প্রতিহিংসা পরায়ণতা তাদের ধাতে নেই। শক্তিধর অল নেপাল ন্যাশনাল ফ্রি ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন বৃহৎ ছাত্র সংগঠন। আরও আছে নেপালী কংগ্রেসের অঙ্গ সংগঠন নেপাল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন এবং রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি ঘেঁষা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক নেশান ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন।

অল নেপাল ন্যাশনাল ফ্রি ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন (এএনএনএফএসইউ)এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ খতিওয়াড়া জানান, নেপালের ছাত্র রাজনীতিতে কলুষতা নেই। ছাত্রদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই ছাত্র রাজনীতির চর্চা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির সন্ত্রাস এবং হানাহানিতে জগন্নাথ খুবই বীতশ্রদ্ধ। তিনি বললেন, বন্দুক নিয়ে ছাত্ররা প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তবে জগন্নাথ জানান, নেপালে সাম্প্রতিককালে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক নেশান ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নের সাথে নেপাল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই সংঘর্ষ বলতে হাতাহাতি এবং কুংফু-মারামারি। তা অস্ত্র বা লাঠালাঠিও না।

জানিয়েছেন, নেপালের লয়গুলোতে শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ছাত্র রাজনীতি করে। নেপালের ালয় ও কলেজগুলোর ছাত্র সংসদ গড়ে ৬৫ শতাংশ আসনে তাদের দলীয় জয়ী হয়ে থাকে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতি বছর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিয়ম থাকলেও ২ বছর বা ৩ বছর অন্তর নির্বাচন হয়। নেপালে বর্তমানে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়, মহেন্দ্র সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাঠমুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয় সর্ববৃহৎ। ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ কামাল কৃষ্ণ যোশী জানান, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেড় লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। সারাদেশে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৭টি ক্যাম্পাস রয়েছে। তবে ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল মূল ক্যাম্পাসে কেবল পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটইচ্ছুরা পড়াশুনা করেন। আর নেপালের একমাত্র বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কাঠমুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়। 'এএনএনএফএসইউ'এর সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ দাবী করেন, সারাদেশে তাদের সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৪ লাখের মত। স্থানীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ছাত্ররা গ্রামে গিয়ে দলীয় প্রার্থীর জন্য প্রচারণায় অংশ নিয়ে থাকে। ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা বাণিজ্যে নেপালী মুদ্রার সাথে ভারতীয় মুদ্রাও বৈধ। ভারতীয় এক রূপীর বিপরীতে পাওয়া যায় ১শ ৬০ নেপালী রূপী। নেপাল কৃষিনির্ভর অর্থনীতি হওয়ায় এবং ভারতীয় শিল্প-পণ্যের দাপটে বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত।

নেপালের কয়েকজন ছাত্রনেতার সাথে লেখক

পাহাড়-বেষ্টিত ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ১শত ৮১ বর্গকিলোমিটারের নেপালে ২ কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ লোক হিন্দু, ১২ ভাগ মুসলমান এবং বাকী বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বসবাস করে। নেপালের ছাত্র রাজনীতির লক্ষ্য কি? এ সংক্রান্ত প্রশ্নে ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জগন্নাথ বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যামুক্ত করা। আর্ত মানবতার সেবায় কাজ করা। পড়াশুনার পাশাপাশি নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন। ছাত্র-ছাত্রী-তরুণ সমাজকে বিপথগামীতা থেকে দেশের ও জনকল্যাণে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আর সেই সঙ্গে ৭ বছর পূর্বে উৎখাত হয়ে যাওয়া নেপালের পঞ্চায়েত ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিরল-অবিনাশী লড়াই করে যাওয়া নেপালের ছাত্র রাজনীতির লক্ষ্য। ❑ **কাঠমুন্ড থেকে ফিরে**

আনোয়ার আলদীন